যুগান্তর

তারিখ ... 26 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

ফরিদপুর পূর্ব খাবাসপুর হিতৈষী উচ্চ বিদ্যালয়

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সংকট

জাহিদ রিপন, *ফরিদপুর ব্যুরো*

ছাত্র অনুপাতে এমনিতেই শিক্ষক কম। তার ওপর বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সংকট থাকায় একজন শিক্ষককেই কয়েকটি বিষয়ের ওপর পাঠদান করতে হচ্ছে। ফলে শিক্ষকরা সঠিকভাবে প্রস্তুতি ছাড়াই পড়াচ্ছেন শিক্ষার্থীদের। সৃজনশীল নিয়ে এমনই মন্তব্য করেন ফরিদপুরের পূর্ব খাবাসপুর এলাকার হিতৈষী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তারা জানান, নতুন পদ্ধতি চালুর আগে শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ থাকলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো হতো। সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের একমাত্র সহায় পাঠ্যবই হলেও শিক্ষার্থীরা বাজারের গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর করছে। যারা একটু স্বচ্ছল তারা একাধিক প্রাইভেট শিক্ষক রেখে সন্তানদের পড়াচ্ছেন।

১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির সাড়ে ৬শ' শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ১৫ জন। চারুকলাসহ কয়েকটি বিষয়ে কোনো শিক্ষক নেই। কয়েকজন শিক্ষক সৃজনশীলের ওপর দু'দফায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তবে আরও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে জানান প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমান।

তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য সময়োপযোগী। কিন্তু শিক্ষার্থীরা নানা কারণে স্কুলে আসতে চায় না এবং ক্লাসে ঠিকমতো মনোনিবেশ করে না। এ বিষয়টি শুধু শিক্ষক হিসেবে আমাদের খেয়াল রাখলে চলবে না। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদেরও সন্তানদের দিকে খেয়াল রাখতে হবে—তাদের সন্তান স্কুল ফাঁকি দিয়ে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট কিংবা অন্য কোথাও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে কিনা।

শিক্ষক সংকটের কথা উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক বলেন, এক শিক্ষককে অনেকগুলো বিষয়ে পাঠদান করতে হয়। সৃজনশীল পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাঠদানের

সংকট : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

সংকট : শিক্ষক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জন্য শিক্ষকরা সব বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে পারেন না। এতে শিক্ষার্থীরা ওই বিষয়ের ওপর ভালো ধারণা পায় না। হঠাৎ করে শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন নিয়ম চালু করে দিলেই হয় না। সৃজনশীল প্রশ্নের সৃজনশীল উত্তর দেয়া হচ্ছে কিনা এটা যাচাই করা জরুরি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সৃজনশীল প্রশ্নকে কোনো কাঠামোতে বন্দি করা যাবে না।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে শিক্ষকরা ভালো বেতন পাচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের (শিক্ষকদের) যে বেতন দেয়া হয় তাতে তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশাও করা যায় না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজিতে সৃজনশীল না থাকলেই ভালো হতো। একটু কম মেধাবী এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল পদ্ধতিতে লেখাপড়া করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মাসুদ হোসেন বলেন, নামিদামি কয়েকটি স্কুলের শিক্ষক ক্লাসে ঠিকমতো শিক্ষার্থীদের বোঝাতে চেষ্টা করেন না। তাদের কাছে প্রাইভেটে পড়ার জন্য উৎসাহিত করেন। তাদের কাছে না পড়লে পরীক্ষার খাতায় যত ভালোই লেখুক না কেন তারা সঠিক নম্বর দেন না। তাই অনেকে ভালো নম্বর পেতে প্রাইভেটে পড়তে বাধ্য হন।

তিনি আরও বলেন, কিছু স্কুলে শিক্ষক থাকলেও প্রয়োজনীয় ট্রেনিং নেই। তাই যেসব শিক্ষক নিজেরাই সৃজনশীল ভালোভাবে বোঝেন না তারা কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের ভালো করে বোঝাবেন। তাই শিক্ষকদের বেশি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। এছাড়া অনেক শিক্ষক গাইড বই দেখে প্রশ্নপত্র তুলে দেন এবং শিক্ষার্থীদের গাইড বই কিনতে উৎসাহিত করেন। সৃজনশীল পদ্ধতির সুফল পেতে হলে বাজারে গাইড বই বিক্রি বন্ধ করা প্রয়োজন। তা না হলে এ সৃজনশীল পদ্ধতির সুফল পাওয়া সম্ভব নয়।

কাল ছাপা হবে : ময়মনসিংহ মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়